নতুন সূচনা

(New Beginning)

যোহন ২১ অধ্যায় ১৫-১৯ পদ

২০১৫ সালের প্রতি যখন আমরা পিছন ফিরে দেখি, তখন আমাদের চোখে পড়ে, আমরা বোকার মতো এমন অনেক কাজ করেছি বা কথা বলেছি, যা চিন্তা করতে পর্যন্ত আমরা লজ্জা পাই। এমন বোকার কাজ বা কথার প্রতি সব থেকে উত্তম যে কাজটি আজ আমরা করতে পারি, তা হল, তাদের সমাপ্তি ঘটানো ও নতুন করে শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া। সেই সমস্ত বোকার কাজ বা কথাকে জিইয়ে রাখার ন্যায় ভুল যেন আমরা না করি। এখানে আমরা যতজন আছি, তাদের মধ্যে কারুর উপস্থিতিই কাকতালীয় নয়। আমাদের জন্ম যেমন ঈশ্বরের অনন্ত পরিকল্পনার মধ্যে সাধিত হয়েছে, ঠিক একইভাবে, ২০১৬ সাল দেখার সৌভাগ্যও আমরা তাঁর পরিকল্পনা অনুসারেই লাভ করেছি। কেবল তা-ই নয়, এই যে বছর ঈশ্বর আপনাকে ও আমাকে দেখতে দিয়েছেন, আপনার ও আমার জীবনের জন্য এই বছরে ঈশ্বরের বিভিন্ন পরিকল্পনা আছে। আর সেই পরিকল্পনা পূর্ণ করতে হলে, গত বছরের বিভিন্ন ব্যর্থতা যেন বাধা না হয়।

আজ আমরা যীশুর ১২জন শিষ্যের মধ্যে একজন, তথা পিতরের জীবনকে নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি। যীশু তাঁর পার্থিব পরিচর্যাকালে যে ১২জন শিষ্যকে মনোনীত করেছিলেন, তাদের মধ্যে পিতর ছিল অন্যতম। কেবল তাই নয়, এই ১২জনের মধ্যে আবার ৩ জনের প্রতি যীশু বিশেষ যত্ন দিয়েছিলেন (পিতর, যাকোব, যোহন), তাদেরকে অন্তর্বৃত্তের *(inner circle)* সদস্য বলা হয়েছে। এই পিতরকেই যীশু বলেছিলেন, আগামী দিনে খ্রীস্টীয় মণ্ডলী স্থাপনে সে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে (মথি ১৬:১৮)।

যীশু যখন নিজের বিষয় তাঁর শিষ্যদের ধারণা কী, এমন প্রশ্ন করেছিলেন, তখন পিতরই সদুত্তর দিতে পেরেছিল ও বলেছিল, ***"আপনি সেই খ্রীস্ট, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র"*** (মথি ১৬:১৬)। সেই খ্রীস্টের উদ্দেশে পিতর নিজেকে উৎসর্গ করেছিল। কিন্তু যীশু তাঁর আগামী দুঃখভোগ ও মৃত্যুর পূর্বাভাস দিয়ে বলেছিলেন, ***"মনুষ্যপুত্রকে শত্রুদের হাতে সমর্পিত হতে হবে, তারা তাঁকে বধ করবে, আর তিনি ৩য় দিনে উঠবেন"*** (মথি ১৬:২১, ২২-২৩; ২০:১৮-১৯); তিনি তাঁর শিষ্যদের আরও বলেছিলেন, ***"এই রাতে তোমরা সকলে আমাতে বিঘ্ন পাবে"*** (মার্ক ১৪:২৭; মথি ২৬:৩১)। তখন যীশুর কথার প্রতিবাদ করে পিতর বলেছিল, ***"যদি সকলে আপনাতে বিঘ্ন পায়, আমি কখনও বিঘ্ন পাব না . . . যদি আপনার সঙ্গে মরতেও হয়, কোনও মতে আপনাকে অস্বীকার করব না"*** (মার্ক ১৪:২৯; মথি ২৬:৩৩, ৩৫); ***"প্রভু, আমি আপনার সঙ্গে জেলে যেতে ও মরতেও প্রস্তুত আছি"*** (লূক ১৪:৩৩); ***"প্রভু, আপনার জন্য আমি প্রাণ দেব"*** (যোহন ১৩:৩৭)। কিন্তু পিতরের সেই কথা শুনে যীশু তাকে বলেছিলেন, ***"আমার জন্য তুমি কি তোমার প্রাণ দেবে? সত্য, সত্য, আমি তোমাকে বলছি, যাবৎ তুমি তিন বার আমাকে অস্বীকার না কর, তাবৎ মোরগ ডাকবে না"*** (যোহন ১৩:৩৮)।

আমরা যখন ঈশ্বরের পথে চলবার বিভিন্ন অঙ্গীকার করি, তখন আমরা যে সত্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হই, তা হল, কোনও নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে আমাদের আচরণ ঈশ্বর অনুমোদিত না-ও হতে পারে। বিশেষত, বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে আমরা যে পথ বেছে নিই, তা অনেক সময়ই ঈশ্বরের ইচ্ছার বিপরীত হয়ে থাকে। সেই রাতে যিহূদার নেতৃত্বে রোমীয় সৈন্যরা যখন যীশুকে ধরতে এসেছিল, তখন কয়েকজন শিষ্য যীশুকে জিজ্ঞাসা করেছিল, ***"প্রভু, আমরা কি খড়্গ দ্বারা আঘাত করব?"*** (লূক ২২:৪৯); তখন যীশুর উত্তরের অপেক্ষা না করেই, পিতর নিজের চিন্তায় যেটা ঠিক, তা পছন্দ করে ***"মহাযাজকের দাসকে আঘাত করে তার ডান কান কেটে ফেলেছিল"*** (লূক ২২:৫০; যোহন ১৮:১০)। কিন্তু তা দেখে যীশু তাকে বলেছিলেন, ***"তোমার খড়্গ পুনরায় নিজের জায়গায় রাখ"*** (মথি ২৬:৫২) এবং ***"তার কান স্পর্শ করে তাকে সুস্থ করেছিলেন"*** (লূক ২২:৫১)। কিন্তু মজার বিষয় হল, যীশু যখন নিজেকে রক্ষা করতে অস্ত্রের ব্যবহার পরিহার করলেন, তখন শিষ্যরা নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে ***"সকলেই তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে গেল"*** (মার্ক ১৪:৫০)।

কিন্তু পিতরের কাছে যীশুর এই আচরণ খুবই অস্বাভাবিক ঠেকেছিল। কারণ, পিতরের চিন্তায়, যিনি এখনও কাটা কান জোড়া লাগানোর ন্যায় অলৌকিক কাজ করতে সক্ষম, তিনি কীভাবে বিনাযুদ্ধে এইভাবে সেই সমস্ত শত্রুর কাছে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

আত্মসমর্পণ করতে পারেন? তাই, শেষ পর্যন্ত কী ঘটে, তা দেখবার কৌতুহলে পিতর দূর থেকে তাদের অনুসরণ করেছিল (লূক ২২:৫৪)। রোমীয় সৈন্যদের চোখ থেকে নিজেকে আড়াল করতে পিতর লোকদের মধ্যে মিশে যেতে চেয়েছিল। এই সময় তাদেরকে আগুনের চারপাশে বসে থাকতে দেখে, পিতরও তাদের মধ্যে নিজের আসন করে নিয়েছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে একটি স্ত্রীলোক পিতরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে পিতরকে চিনতে পারল ও বলল, *"এই ব্যক্তি ওর (যীশুর) সঙ্গে ছিল।"* কিন্তু তার বিরোধিতা করে পিতর বলেছিল, *"না, নারি, আমি তাঁকে চিনি না"* (লূক ২২:৫৭)। একটু পরে অন্য একজন পিতরকে দেখে চিনতে পারে ও বলে, *"তুমিও তাদের একজন,"* কিন্তু পিতর তাকে বলে, *"ওহে, আমি না"* (৫৮ পদ)। ঘন্টা খানেক পর, অন্য একজন পিতরের কথার বাচনভঙ্গি শুনে দৃঢ়তার সঙ্গে পিতরের বিষয় বলে, *"এই ব্যক্তিও তাঁর সঙ্গে ছিল, কারণ এ গালীলীয়," "তোমার ভাষা তোমার পরিচয় দিচ্ছে"* কিন্তু পিতর তাকে বলে, *"ওহে, তুমি কী বলছ, আমি বুঝতে পারছি না"* (লূক ২২:৫৯-৬০; মথি ২৬:২৬:৭৩)। এই সময় পিতর এই কথা অভিশাপপূর্বক শপথ করে বলেছিল, অর্থাৎ, *"আমি শপথ করে বলছি, আমি যদি মিথ্যা কথা বলি, তাহলে আমি শাপগ্রস্ত," "আমি তাঁকে চিনি না"* (মথি ২৬:৭৪)। পিতরের মুখ থেকে এই কথা বের হতে না হতেই, যীশুর পূর্বাভাস মতো মোরগ ডেকে উঠেছিল।

যে কাজ পিতর কখনও করবে না বলেছিল, পিতর সেই কাজই করেছে। আর একবার নয়, তিনি-তিনবার সেই কাজ সে করেছে। সে যীশুকে তিনবার অস্বীকার করেছে। দূর থেকে পিতর যীশুর প্রতি চোখ রেখেছিল, আর ঠিক এই সময় যীশুও *"মুখ ফিরিয়ে পিতরের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন"* (লূক ২২:৬১)। যীশুর প্রতি নিজের অঙ্গীকার, এবং সেই কথার প্রতি যীশুর উত্তর পিতরের মনে পড়ল। সে কী করেছে, এতক্ষণে পিতর উপলব্ধি করল, আর বাইবেল বলে, *"পিতর বাইরে গিয়ে অত্যন্ত রোদন করল"* (লূক ২২:৬২)। পিতর নিজের বিষয় উপলব্ধি করল, সে ব্যর্থ হয়েছে। এমন ব্যর্থ ব্যক্তি কি যীশুর কোনও কাজে লাগবে?

আপনি কি কখনও পিতরের ন্যায় অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, সেই পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন, যখন নিজের বিষয় মনে হয়েছে, আপনি ব্যর্থ; আপনি মারাত্মক কোনও ভুল করেছেন; নিজের বিষয় এতকাল যে চিন্তা করেছেন, তা তাসের ঘরের ন্যায় ভেঙ্গে পড়েছে। সেই পরিস্থিতি থেকে মাথা তোলবার কোনও উপায় নেই বলে কি মনে হয়েছে? পিছনে ফিরে তাকানো ২০১৫ সাল কি এমন অভিজ্ঞতার সাক্ষী? তা যদি সত্যি হয়, আশাহত হবার কোনও কারণ নেই। কারণ, সেইদিন যীশু যেমন পিতরকে সেই পরিস্থিতি থেকে ফিরিয়েছিলেন, তিনি আজও আপনাকে ফেরাতে চান, তিনি আপনাকে নতুন করে শুরু করার সুযোগ দিতে চান।

যীশু যদিও তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর পুনরুত্থানের বিষয় শিষ্যদের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, কিন্তু তাঁর শিষ্যরা, তথা পিতর তা উপলব্ধি করতে পারেনি। তাই, যীশু যখন তাঁর মৃত্যু ও কবরপ্রাপ্তির পর তৃতীয় দিনে মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন ও শিষ্যদের দেখা দিয়েছিলেন, তখন তারা একাধারে বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছিল। কিন্তু তাদের দেখা দিলেও, যীশু কিন্তু আগের ন্যায় ধারাবাহিক ভাবে তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে থাকতেন না। তিনি তাদের দেখা দিতেন এবং আবার অদৃশ্য হয়ে যেতেন।

পিতর ও যীশুর মধ্যে সম্পর্কে চিড় ধরেছিল। আপনি যদি কারুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাকতা করেন, বা কারুর বিরুদ্ধে কোনও দোষ করেন, তার কাছে কি আপনি সহজ-স্বাভাবিক ভাবে মুখ দেখাতে পারেন? এখন, সে যদি নিজে এসে আপনার সঙ্গে দেখা করে, আপনি কী করবেন? আপনি হয়ত কেবল তার সঙ্গে কিছু সময় কাটাতে চাইবেন, তার সঙ্গে সম্পর্ক মিটমাট করতে চাইবেন। কারুর সঙ্গে যদি কোনও বিষয়ে আপনি তর্ক করে থাকেন, কিন্তু তার সমাধান না হয়ে থাকে, আপনি তার সঙ্গে কিছু সময় চাইবেন, যেন সেই তর্কের অবসান হয়। তাই নয় কি? পিতরেরও সেই একই পরিস্থিতি। যীশু পুনরুত্থিত হওয়ায়, পিতর নিশ্চয়ই আনন্দিত, কিন্তু যীশুকে তিনবার অস্বীকার করার যে কাজ পিতর করেছে, তার জন্য সে লজ্জিত, পিতর নিঃসঙ্কোচে যীশুর কাছে আসতে পারছে না। যীশু ও পিতরের মধ্যে সম্পর্কে যে চিড় ধরেছে, তা মুছে ফেলেতে হলে পিতরের প্রয়োজন যীশুর কাছে তার দোষ, পাপ স্বীকার করা, যীশুর সঙ্গে নতুন করে সম্পর্ক শুরু করা।

কিন্তু বিগত কয়েকদিনে যীশুর সঙ্গে তার দেখা হলেও, এই সুযোগ পিতর পায়নি। আর তাই সে যীশুর সঙ্গে ক্রমশ সম্পর্ক সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারেনি। এদিনও যীশু এসে তাদের দেখা দিয়েছেন, কিন্তু আবার তিনি চলে গেছেন। এই যে তারা যীশুকে দেখল, তা তাদের শেষ দেখা নয়ত? এমন অনিশ্চয়তার মধ্যে পিতর অন্য ৬ জন শিষ্যকে তার সিদ্ধান্তের কথা জানায়, *"আমি মাছ ধরতে যাচ্ছি,"* আর

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

পিতরের এই কথা শুনে অন্যরাও বলল, *"আমরাও তোমার সঙ্গে যাব"* (যোহন ২১:৩)। আমরা জানি, যীশুর শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই মাছ ধরার কাজ করত। আর যীশু যখন তাদের তাঁর শিষ্য হবার জন্য আহ্বান করেছিলেন, তিনি তাদের, তথা পিতরকে বলেছিলেন, *"আমাকে অনুসরণ কর, আমি তোমাদের মনুষ্যধারী করব"* (মথি ৪:১৯-২০); *"আজ থেকে তুমি জীবনের জন্য মানুষ ধরবে"* (লূক ৫:১০)। তাই, পুনরায় মাছ ধরতে ফিরে যাবার অর্থ, যীশু তাদের জীবনের জন্য যে আহ্বান করেছেন, তার বিরুদ্ধে কাজ। তাদের কাছে যা ছিল সহজ এবং পরিচিত, তারা সেই কাজে ফিরে যেতে চেয়েছিল। তখন তাদের মনে হয়েছিল, যীশুকে অনুসরণ করার আগে তারা যে কাজ করত, সেটাই ভালো ছিল; তারা বেকার বেকার যীশুকে অনুসরণ করেছিল।

তাই, তারা তাদের পুরানো জীবিকায় ফিরে যেতে চেয়েছিল। তারা ভেবেছিল, মাছ ধরে অনেকদিন পরে পেট ভরে মাছ খাওয়া যাবে; আর যদি বেশি মাছ ধরা পরে, তাহলে তা বিক্রি করে বেশ কিছু টাকাও পাওয়া যাবে। তারা নতুন করে তাদের জীবন শুরু করতে তাদের পা বাড়িয়েছিল। কিন্তু সমস্যা হল, ঈশ্বর কি তাদের এই নতুন জীবন ইচ্ছা করেন? কিন্তু মাছ ধরতে গেলে নৌকা ও জালের প্রয়োজন, এখন আর তারা তাদের মালিক নয়। তাই হয়ত তাদের তা ভাড়া করতে হয়েছে, বা তা কেনার জন্য কারুর কাছ থেকে ঋণ নিতে হয়েছে।

কিন্তু সারা রাত পরিশ্রম করা সত্ত্বেও, তারা একটি মাছও ধরতে পারল না (৩ পদ)। তথাপি তারা হাল ছাড়েনি, প্রভাত পর্যন্ত তারা চেষ্টা চালিয়ে গেছে। খুবই স্বাভাবিক যে তারা ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, ও ক্ষুধার্ত। এমন সময় তারা ডাঙ্গা থেকে একজনের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, *"তোমাদের কাছে কিছু খাবার আছে?"* (৫ পদ)। সেই কথা শুনে তারা হয়ত ভেবেছিল, দিনের প্রথম ক্রেতা মাছ কিনতে তাদের কাছে এসেছে। কিন্তু তারা উত্তর দিতে বাধ্য হয়েছিল, *"না, কিছুই নেই।"* তখন সেই ব্যক্তি তাদের বললেন, *"নৌকার ডান দিকে জাল ফেল।"* অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারা তাদের জাল যখন নৌকার ডান দিকে ফেলল, *"এত মাছ ধরা পড়ল যে, তারা তা টেনে তুলতে পারল না"* (৬ পদ)। দেখেছেন, মাছ তাদের কত কাছে ছিল, কিন্তু তারা তার সন্ধান পেত না, যদি তারা যীশুর কথায় কান না দিত। এত মাছ ধরা পড়তে দেখে যোহন বুঝতে পারল, ডাঙ্গা থেকে যিনি তাদের ডান দিকে জাল ফেলতে বলেছিলেন, তিনি স্বয়ং যীশু, তাদের প্রভু। আর যোহন যেই সেই কথা বলল, পিতর তখন কোমড়ে গামছা জড়িয়ে জলে ঝাঁপ দিল, সে লজ্জিত। বছর দুয়েক আগে, যীশু যখন পিতরকে তাঁর শিষ্য হিসাবে আহ্বান করেছিলেন, তখনও পিতর একই অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল (লূক ৫:১-১১)। সেই ঘটনা পিতরকে তার জীবন নতুন করে শুরু করতে প্রেরণা দিয়েছিল। এখানে, পিতর নিজে নিজে তার জীবন নতুন করে শুরু করতে চেয়েছিল, কিন্তু তা কি সঠিক পথ ছিল? যীশু নিজে পুনরায় পিতরকে দেখা দিয়ে, তার জীবনকে সঠিক পথে শুরু করতে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন।

ডাঙ্গায় উঠে শিষ্যরা দেখতে পেল, যীশুর কাছে ইতিমধ্যেই কিছু মাছ আর রুটি আছে, যীশু তাদের জন্য খাবার প্রস্তুত করে রেখেছেন। তাদের ধরা মাছ দিয়েও তাদের খাবার প্রস্তুত করা হল, এবং তারা একসঙ্গে সেই মাছ ও রুটি খেল। খেতে খেতে তারা নিশ্চয়ই অনেক বিষয় আলোচনাও করেছিল, আর সেই আলোচনায় প্রকাশ পেয়েছিল, যীশু যখন শত্রুদের হাতে সমর্পিত হন, তখন তারা সকলেই তাঁকে পরিত্যাগ করেছিল, পিতর যীশুকে যদিও অনুসরণ করেছিল, তথাপি তিনবার সে যীশুকে অস্বীকার করেছিল। কিন্তু যীশু কি সেদিন তাঁর শিষ্যদের সেই কাজের জন্য কিংবা পিতরের সেই কাজের জন্য তাদের ভর্ৎসনা করেছিলেন? মনে হয় না। আমরা পতিত হবার পর তিনি যখন অনুতপ্ত আমাদের কাছে আসেন, তিনি তাঁর হাত বাড়িয়ে দেন, আমরা যেন তা ধরে উঠে দাঁড়াই। আমরা যত বড়ো দোষ বা পাপ করি না কেন, আমাদের পাপের থেকে সেই পাপকে ক্ষমা করতে তাঁর ভালোবাসা অনেক বড়ো।

এরপর আমরা দেখতে পাই, পিতরের সঙ্গে ছিঁড়ে যাওয়া সম্পর্ক জোড়াতালি লাগাতে, যীশু পিতরকে সঙ্গে নিয়ে অন্য শিষ্যদের পিছনে ফেলে একটু এগিয়ে গেলেন। যীশু পিতরের মনের ইচ্ছা উপলব্ধি করেছিলেন, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, পিতর যীশুর সঙ্গে আলাদা ভাবে কথা বলতে চাইছে, তার জীবন নতুন করে শুরু করতে চাইছে। তাই, তিনি হয়ত পিতরকে বলেছিলেন, *"পিতর, এস, আমরা একটু হাঁটি।"* যোহন ২১:১৫-১৯ পদে যীশু ও পিতরের মধ্যে যে কথা হয়েছে, তা কেবল তাদের দুজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তা অন্যদের সামনে হয়নি। কারণ ২০ পদে আমরা দেখতে পাই, পিতর মুখ ফিরে দেখেছে, যোহন পিছনে আসছে। এর অর্থ, যীশু ও পিতর সামনে হেঁটে যাচ্ছিলেন, আর যোহন একটু দূর থেকে তাদের অনুসরণ করছিল।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

১৫ পদে যীশু পিতরকে প্রশ্ন করেছেন, *"হে যোহনের পুত্র শিমোন, ইহাদের থেকে (more than these) তুমি কি আমাকে বেশি প্রেম কর?"* ২০১৬ সালের শুরুতে আমার ও আপনার কাছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল, আমরা যীশুকে কতখানি ভালোবাসতে চলেছি? আমরা হয়ত নতুন বৎসরে অনেক নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু যীশু সেই সমস্ত সদ্ধান্তের থেকে যে বিষয়ে বেশি আগ্রহী, তা হল, আমরা তাঁকে কতখানি ভালোবাসি। কারণ, আমরা যখন তাঁকে ভালোবাসি, তখন খ্রীস্টবিশ্বাসী হিসাবে যে জীবন আমাদের যাপন করা প্রয়োজন, তা যাপন করা অনেক সহজ হয়ে ওঠে।

যীশু যখন পিতরকে এই প্রশ্ন করেছিলেন, তখন *"ইহাদের থেকে"* বলতে কাকে নির্দেশ করেছেন? (১) এর দ্বারা কি তিনি সেই সমস্ত মাছ কিংবা তা বিক্রি করে পিতর যে অর্থ উপার্জন করতে পারত, তাকে নির্দেশ করেছেন? অর্থাৎ, অর্থ যে আরাম বা সাচ্ছন্দ দিতে পারে, পিতর কি তার থেকে যীশুকে বেশি ভালোবাসে? (২) এর দ্বারা কি যীশু পিতরের পুরানো জীবিকা বা ব্যবসাকে নির্দেশ করেছেন? পিতর তার জীবিকাকে এত ভালোবাসে যে, যীশুর জন্য দেবার মতো সময় তার নেই? (৩) এর দ্বারা কি তিনি তাঁর প্রতি পিতরের প্রেমকে অন্য শিষ্যদের প্রেমের সঙ্গে তুলনা করেছেন? যে পিতর গর্ব করে বলেছিল, অন্যরা তাঁকে অস্বীকার করলেও, সে তাঁকে অস্বীকার করবে না? পিতর কি এখনও সেই একই চিন্তা করে? বাইবেল স্পষ্ট করে এর উত্তর দেয় না। এর পিছনে একটা কারণ হল, তিনি যদিও এই প্রশ্ন দু হাজার বছর পূর্বে পিতরকে করেছিলেন, আজ তিনি সেই একই প্রশ্ন আমাদের সাবইকে করছেন। আমাদের জীবনে এমন কি কোনও বিষয় আছে, যাকে আমরা যীশুর থেকে বেশি ভালোবাসি? আমাদের জীবনে এমন কোনও বিষয় আছে কি, যাকে তাঁর নিয়ন্ত্রণের নিচে আনতে আমরা আগ্রহী নই? তা আমাদের জীবিকা, ব্যবসা, স্বপ্ন, ব্যক্তি, অর্থ, দাবি, বা এই প্রকার যে কোনও বিষয় হতে পারে। আমরা যদি তাদেরকে বেশি ভালোবাসি, আমাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কখনও জোড়া লাগবে না।

সেদিন পিতর উত্তর দিয়েছিল, *"হ্যাঁ, প্রভু, আপনি জানেন, আমি আপনাকে ভালোবাসি"* (১৫ পদ)। পিতর হয়ত ভেবেছিল, সেই উত্তর শুনে যীশু তাকে পাল্টা প্রশ্ন করবেন, *"তাহলে, তুমি কীভাবে আমাকে অস্বীকার করলে?"* পরিবর্তে, যীশু পিতরকে বললেন, *"আমার মেষদের চরাও।"* এর অর্থ, পিতরের জীবনের জন্য যীশুর একটি পরিকল্পনা আছে, পিতর যেন নতুন বিশ্বাসীদের প্রতি যত্ন দেয়। এই কথার দ্বারা যীশু পিতরকে বললেন, *"আমার সন্তানদের পরিচালনা দানের কাজে আমি তোমাতে আস্থা রাখি।"*

এরপর যীশু পিতরকে আবার প্রশ্ন করলেন, *"হে যোহনের পুত্র শিমোন, তুমি কি আমাকে প্রেম কর?"* দ্বিতীয় বার একই প্রশ্ন করার অর্থ, যীশু তাকে বাতিল করে দেননি, এই সত্য জেনে কেবল সে বিষয়ে আনন্দ করলে হবে না, প্রভুর রাজ্যের কাজে ব্যবহৃত হতে হলে প্রয়োজন প্রভুর প্রতি নিঃস্বার্থ ভালোবাসা; পিতর কি অন্য কোনও কারণে নয়, কিন্তু প্রভুর কারণে, প্রভুকে ভালোবাসে? দ্বিতীয় বারও পিতর একই উত্তর দিয়েছে, আর প্রভু তাকে দায়িত্ব দিয়ে বলেছেন, *"আমার মেষদের পালন কর।"* (১৬ পদ)।

তৃতীয় বারের জন্য যীশু পিতরকে প্রশ্ন করেছেন, *"হে যোহনের পুত্র শিমোন, তুমি কি আমাকে ভালোবাস?"* যীশুর মুখে তৃতীয় বার একই প্রশ্ন শুনে পিতর দুঃখ পেয়েছিল (১৭)। কিন্তু পিতর ভুলে গেছে যে, সে সমস্ত জগতের সামনে যীশুকে তিন বার অস্বীকার করেছে। সে যে তিনবার যীশুকে অস্বীকার করেছে, তা তিনবার যীশুকে ভালোবাসার কথা স্বীকার করার দ্বারা খণ্ডন করতে যীশু তাকে সুযোগ দিলেন। দুঃখ পেয়েও কি পিতর যীশুকে ভালোবাসার কথা বলবে? অনুকূল পরিস্থিতিতে যীশুকে ভালোবাসার কথা বলা সহজ, কিন্তু প্রতিকূল পরিস্থিতিতে? পিতর কিন্তু উত্তর দিয়েছে, *"প্রভু, আপনি সবই জানেন, আমি আপনাকে ভালোবাসি।"* যীশুও তাকে তার জীবনের আহ্বান স্মরণ করিয়ে দিলেন, *"আমার মেষদের চরাও।"* এই পরিচর্যায় কোনও শেষ নেই। যীশু পিতরকে আরও বললেন, কী ধরণের মৃত্যু সে বরণ করতে চলেছে।

আমাদেরও অস্তিত্ব, গতি ও পরিণতি সমস্তই তাঁর হাতে। তা জেনে, আসুন, বৎসরের শুরুতে সমস্ত বিষয়ের উপরে তাঁকে ভালোবাসার অঙ্গীকার করি। ২০১৬ সালে আমাদের জীবনের জন্য তাঁর ইচ্ছা ও পরিকল্পনা পূর্ণ করতে তাঁর বাক্য ও আত্মার পরিচালনা গ্রহণ করি।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com